বামফ্রন্টের ভোট পাঁচ বছর ধরেই কমছে
কংগ্রেস-তৃণমূল ভোট ভাগে তাদের কী লাভ?

পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে এক মাসের উপর। এখনও সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ হয়নি। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কংগ্রেস-তৃণমূল ভোট ভাগ হলে বামফ্রন্টের লাভ নেই। আসল চ্যালেঞ্জ গ্রামের ভোট ধরে রাখা। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

এক মাসের উপর হয়ে গেল পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। এখনও পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করেনি। কিন্তু যা পরিসংখ্যান ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে একটা প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সবারই জানা যে ১৩টি জেলা পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। যেখানে ২০০৮ সালে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল মাত্র ২টিতে। ২০০৮ সালে যে জেলা পরিষদগুলিতে জয় এসেছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর, সেখানে তৃণমূল সহজেই জয় হাসিল করেছে। তার সঙ্গে জয় এসেছে আরও ১১টিতে, যার মধ্যে আছে উত্তরবঙ্গের দুই জেলা পরিষদ— কুচবিহার ও দক্ষিণ দিনাজপুর। উত্তরবঙ্গের যে সব জেলায় আগে কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল এবং যেখানে ২০০৮ সালে জয়ও এসেছিল, অর্থাৎ উত্তর দিনাজপুর ও মালদহ— সেখানে তাদের সমর্থনের ভিত্তিতে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ২০০৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় কংগ্রেস ছিল প্রধান বিরোধী দল। এখন সেখানে কংগ্রেস বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেসের পিছনে তৃতীয় স্থানে। ২০১৩ সালের নির্বাচনে একমাত্র মুর্শিদাবাদ কোনও জেলা পরিষদেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এ ছাড়া মালদহে কংগ্রেস বামফ্রন্টের থেকে সামান্য এগিয়ে। অর্থাৎ, স্পষ্ট ভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের জনভিত্তিতে বড়ো রকমের ফাটল ধরাতে সমর্থ হয়েছে।

বামফ্রন্টের ক্ষতির মাত্রাও যথেষ্ট। ২০০৮ সালে যে ১৩টি জেলা পরিষদে জয় এসেছিল, তার মধ্যে মাত্র একটিতে, জলপাইগুড়িতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের হাত থেকে ১১টি জেলা পরিষদ ছিনিয়ে নিয়েছে, যার প্রত্যেকটি দক্ষিণবঙ্গে। মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদ হারাতে হয়েছে কংগ্রেসের কাছে। উত্তর দিনাজপুরে বামফ্রন্ট কংগ্রেসের থেকে সামান্য এগিয়ে থাকতে পেরেছে।

প্রাপ্ত ভোটের হিসেব

১ নং সারণী থেকে স্পষ্ট যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসনের অংশ, অর্থাৎ মোট আসন ও জেতা আসনের অনুপাত, বেড়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ২০০৮ সালের ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে হয়েছে ৫৬ শতাংশ। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ২০০৮ সালে ছিল ২৩ শতাংশ। ২০১৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৫০ শতাংশ। অন্য দিকে পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত আসনের অনুপাত ২০০৮ সালে ৫৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৩১ শতাংশে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ২০০৮ সালের ৫৪ শতাংশ কমে হয়েছে ৩২ শতাংশে। কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসনের অনুপাত কমার হারও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসনের অনুপাত বাড়া এবং বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের হার কমার একটি কারণ হল বহু আসনে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে পারার অক্ষমতা। বিরোধীরা শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের যে অভিযোগ করেছে, তা একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতাকেও কারণ হিসেবে উপেক্ষা করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন যেহেতু সম্পূর্ণ ফলাফল এখনও প্রকাশ করেনি, কাজেই প্রাপ্ত ভোটের সার্বিক বিশ্লেষণ করাটা শক্ত। ১৭টি জেলা পরিষদের মধ্যে ৭টির সম্পূর্ণ ফলাফল এখনও অবধি প্রকাশিত হয়েছে— উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া। বাকি জেলাগুলির মধ্যে প্রকাশিত জেলা পরিষদের ফলের হিসেব এই রকম— কুচবিহারে মোট ৩৩টি আসনের মধ্যে ২৮টির ফল প্রকাশিত, জলপাইগুড়িতে মোট ৩৮টির মধ্যে ২১টি, পুরুলিয়ায় মোট ৩৮টির মধ্যে ৩৭টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট ৮২টির মধ্যে ২১টি, উত্তর ২৪ পরগনায় মোট ৬০টির মধ্যে ৫৭টি, বর্ধমানে মোট ৭৫টির মধ্যে ৭৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট ৬৭টির মধ্যে ৫৪টি, নদীয়ায় মোট ৪৭টির মধ্যে ৩০টি, হাওড়ায় মোট ৪০টির মধ্যে ১৪টি, এবং হুগলিতে মোট ৪৪টি আসনের মধ্যে ৩৪টি। এই অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর নির্ভর করে ২ নং সারণীতে প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হিসেব কষা হয়েছে।

সার্বিক ভাবে জেলা পরিষদ স্তরে তৃণমূল কংগ্রেস মোট ভোটের ৪২ শতাংশ পেয়েছে। তার পরেই বামফ্রন্টের ৩৬ শতাংশে। কংগ্রেস পেয়েছে ১২.৭ শতংশ ভোট এবং ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছে ৩ শতাংশের মতো। পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার ৫০ শতাংশেরও বেশি। বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কুচবিহারে সেই অনুপাত ৪৫ শতাংশেরও উপরে। খুব একটা আশ্চর্যজনক নয়, কারণ বুথ দখল ও নির্বাচনী হিংসার সব থেকে বেশি অভিযোগ এসেছে এই জেলাগুলি থেকেই।

ভোট ভাগাভাগির অঙ্ক

কিছু জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের অস্বাভাবিক রকমের বেশি হারের ভোটপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে নির্বাচনী হিংসাকে ধরলেও, ঘটনা হল রাজ্যের ৪টি জেলা ছাড়া প্রতিটি জেলাতেই তৃণমূল কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেবলমাত্র উত্তর দিনাজপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থেকে পিছিয়ে। জলপাইগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্টের থেকে এখনও পিছিয়ে। একমাত্র নদীয়া ছাড়া, যেখানে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের ফারাক মাত্র ২ শতাংশ, অন্যান্য ১২টি জেলাতেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের পার্থক্য ৪ শতাংশেরও বেশি। কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার মুর্শিদাবাদে সব থেকে বেশি— প্রায় ৩৯ শতাংশ। তা ছাড়া মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেস এখনও প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি ভোট এবং জলপাইগুড়ি ও নদীয়াতে ১৫ শতাংশের মতো ভোট ধরে রাখতে পেরেছে। বাকি ১২টি জেলায় কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার ১৫ শতাংশেরও অনেক নীচে। বিশেষত বাঁকুড়া, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাতে ৫ শতাংশেরও কম। কাজেই বলা যেতে পারে মোটের উপর কংগ্রেস এখন পশ্চিমবঙ্গের স্রেফ পাঁচটি জেলাতে নির্বাচনী ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করছে। এটাও স্পষ্ট যে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে আপাতত তৃণমূল কংগ্রেসই জয়ী।

আর একটি ব্যাপারও স্পষ্ট এই তথ্য থেকে। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগির উপর বামফ্রন্টের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করাটা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ বাস্তব চিত্র অনুসারে, এই কৌশল মেরেকেটে পাঁচটি জেলাতে খেটে যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই কৌশলের ফলে বামফ্রন্টের পরিবর্তে কংগ্রেসও লাভবান হতে পারে, যেমন মুর্শিদাবাদে হয়েছে। রাজ্যের বাকি জেলাগুলির ক্ষেত্রে এই কৌশলের অকার্যকারিতা প্রমাণিত। বিশেষত যখন বামফ্রন্টের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে খোলাখুলি নির্বাচনী জোট বাঁধা কার্যত অসম্ভব।

বরং বামফ্রন্টের বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত ভোটের হারের ধারাবাহিক হ্রাস নিয়ে। ৩ নং সারণীতে ২০১১ সালের ভোটের হিসেব কষা হয়েছে প্রতিটি জেলার গ্রামীণ বিধানসভা কেন্দ্রগুলির প্রেক্ষিতে। যে সব বিধানসভা কেন্দ্র পুরসভা নিয়ে গঠিত, তাদের হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলের ফলাফলকে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, তাদেরও এই হিসেবের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। এই সারণীর দিকে তাকালে বোঝা যায়, জেলা পরিষদ স্তরে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত কমেছে ১৩.৪ শতাংশ। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলের ভোটের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কমেছে ৬.৪ শতাংশে।

২০০৮ সালের পর থেকে বামফ্রন্টের ভোট কমতে থাকার গতিমুখটি স্পষ্ট। ১৭টি জেলাতেই ভোটের হার কমেছে। এমনকি জলপাইগুড়ির মতো জেলাতেও কমেছে যেখানে বামফ্রন্ট জয় লাভ করেছে।

বামফ্রন্টের ভোট ক্রমাগত কমছে

ধরা যেতে পারে যে নির্বাচনী সন্ত্রাস বামফ্রন্টের ভোটের হার কমার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষত পশ্চিম মেদিনীপুর, কুচবিহার এবং বর্ধমানের মতো জেলায় যেখানে মাত্র দুই বছরের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অস্বাভাবিক ভাবে ১০ শতাংশেরও বেশি কমেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০০৮ সালের পর থেকে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত ক্রমাগত কমতে থাকার গতিমুখটি স্পষ্ট। তথ্যেই স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলাতেই ভোটের হার কমেছে। এমনকি জলপাইগুড়ির মতো জেলাতেও কমেছে যেখানে বামফ্রন্ট জয় লাভ করেছে, বা উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাতে যেখানে বামফ্রন্টের আসনভিত্তিক ফলাফল তুলনামূলক ভাবে ভালো। এই তথ্যই আপাতত বামফ্রন্ট নেতৃত্বের গভীর দুশ্চিন্তার কারণ। এবং নির্বাচনী সমর্থনের এই নিম্নমুখী প্রবণতার গতিমুখ কী ভাবে পাল্টানো যায়, সেটাই বামফ্রন্টের কাছে সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

লেখক সিমলার ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর ফেলো

সারণী ১ ২০০৮ ও ২০১৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল: আসন সংখ্যা ও আসনের ভাগ

		২০০৮ আসন সংখ্যা	২০০৮ আসনের ভাগ	২০১৩ আসন সংখ্যা	২০১৩ আসনের ভাগ
পঞ্চায়েত সমিতি আসন সংখ্যা	বামফ্রন্ট	৪,৮৯৮	৫৫.৬৩%	২৫৬৫	৩১.৩০%
	তৃণমূল কংগ্রেস	২,০১৯	২২.৯৩%	৪৫৯১	৫৬.০৩%
	কংগ্রেস	১,৪৪৬	১৬.৪২%	৮৮১	১০.৭৫%
	অন্যান্য	৪৪১	৫.০০%	১৫৬	১.৯০%
	মোট	৮,৮০৪	–	৮,১৯৩	–
	অপ্রকাশিত ফলাফল	-	-	৮১৭	–
	মোট	৮,৮০৪	–	৯০১০	–
গ্রাম পঞ্চায়েত আসনসংখ্যা	বামফ্রন্ট	২১,৭৮০	৫৪.০১%	১৫,০২৩	৩২.৩৪%
	তৃণমূল কংগ্রেস	৯,৩৭৯	২৩.২৫%	২৩,৩৯৭	৫০.৩৭%
	কংগ্রেস	৬,৮৩৯	১৬.৯৬%	৫,৪৫৬	১১.৭৪%
	অন্যান্য	২,৩২৬	৫.৭৬%	২,৫৬৯	৫.৫৩%
	মোট	৪০,৩২৪		৪৬,৪৪৫	

রণক্লান্ত। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু

সারণী ২ ২০১৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ভোটের ভাগ (%)

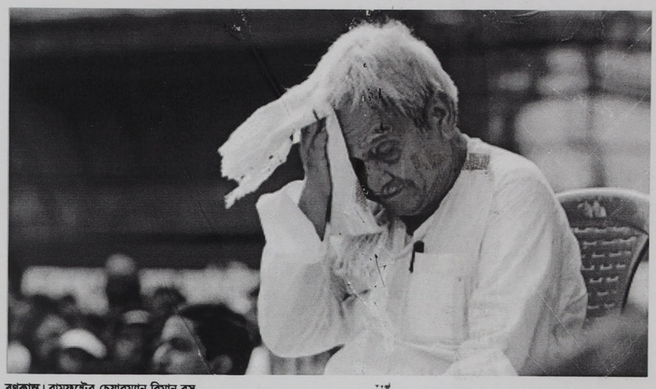

জেলা	বামফ্রন্ট	তৃণমূল	কংগ্রেস	বিজেপি	অন্যান্য+নির্দল+বাতিল
কোচবিহার	৩৫.০০	৪৬.৯১	৮.৭৯	৪.৬৫	৪.৬৫
জলপাইগুড়ি	৩৭.৮৪	৩০.৮৫	১৫.২৫	২.৪৯	১৩.৫৭
উত্তর দিনাজপুর	৩৩.৬১	২৩.২৭	২৯.৭২	১.৬৪	১১.৭৬
দক্ষিণ দিনাজপুর	৩৯.৭১	৪৪.৭৮	৭.৪৫	৫.৩৫	২.৭১
মালদা	৩২.১৪	২৪.৮৭	৩৩.০২	৪.৫৪	৫.৪৩
মুর্শিদাবাদ	৩৬.৯২	১৭.৪৩	৩৮.৯২	১.৬৭	৫.০৬
বীরভূম	৩২.৫২	৪১.১২	১৩.৭৪	৪.৬৯	৭.৯৩
বর্ধমান	৩৫.৪২	৫০.৪১	৫.৮৮	৩.০৩	৫.২৬
নদিয়া	৩৬.৭৬	৩৮.৭৮	১৪.৯৯	৩.৯৪	৫.৫৩
উত্তর ২৪ পরগনা	৩৮.৭২	৪২.৯১	৯.০৫	৪.৩৭	৪.৯৫
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৪০.৭৫	৪৭.৯৩	৫.৬৩	১.৯৯	৩.৭০
পূর্ব মেদিনীপুর	৪০.৫৭	৫০.৬৯	৪.৬১	১.৭১	২.৪২
পশ্চিম মেদিনীপুর	৩২.৩১	৫৬.৫০	৫.৩৭	১.৩৮	৪.৪৪
হাওড়া	৩৩.৩৫	৫২.৩১	৫.০৬	২.৭৮	৬.৫০
হুগলি	৩২.৩৩	৫৪.৮৫	৪.০৪	৩.৯১	৪.৮৭
বাঁকুড়া	৩৮.৯৯	৪৯.৫২	৩.১৫	২.৬৭	৫.৬৭
পুরুলিয়া	৩৬.৬১	৪১.২৪	১২.২৬	১.১৬	৮.৭৩
সব জেলার গড়	৩৬.০৯	৪২.০২	১২.৭৬	৩.০৫	৬.০৬

সারণী ৩ ২০০৮, ২০১১ এবং ২০১৩ নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোটের ভাগ

জেলা	ভোট %২০০৮	ভোট % ২০১১	ভোট % ২০১৩	২০১১ থেকে হ্রাস	২০০৮ থেকে হ্রাস
কোচবিহার	৪৯.৯৬	৪৫.৪২	৩৫.০০	-১০.৪২%	-১৪.৯৬%
জলপাইগুড়ি	৫৫.০৬	৩৯.৪৯	৩৭.৮৪	-১.৬৫%	-১৭.২২%
উত্তর দিনাজপুর	৪৭.২৪	৪১.৬৫	৩৩.৬১	-৮.০৪%	-১৩.৬৩%
দক্ষিণ দিনাজপুর	৬৩.৭০	৪২.৮৫	৩৯.৭১	-৩.১৪%	-২৩.৯৯%
মালদা	৩৫.৩৬	৪০.৮৪	৩২.১৪	-৮.৭০%	-৩.২২%
মুর্শিদাবাদ	৪৫.৯৩	৪১.৯৬	৩৬.৯২	-৫.০৪%	-৯.০১%
বীরভূম	৫০.১৬	৪২.২৬	৩২.৫২	-৯.৭৪%	-১৭.৬৪%
বর্ধমান	৫৪.৯২	৪৬.১৭	৩৫.৪২	-১০.৭৫%	-১৯.৫০%
নদিয়া	৪৩.৭৯	৪০.৬৫	৩৬.৭৬	-৩.৮৯%	-৭.০৩%
উত্তর ২৪ পরগনা	৪৩.৪৮	৪০.৪২	৩৮.৭২	-১.৭০%	-৪.৭৬%
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৪৬.১২	৪৩.৮৪	৪০.৭৫	-৩.০৯%	-৫.৩৭%
পূর্ব মেদিনীপুর	৪৫.৬৮	৪৩.০৩	৪০.৫৭	-২.৪৬%	-৫.১১%
পশ্চিম মেদিনীপুর	৫৯.৬৫	৪৫.১৭	৩২.৩১	-১২.৮৬%	-২৭.৩৪%
হাওড়া	৪৭.২২	৩৯.৯৮	৩৩.৩৫	-৬.৬৩%	-১৩.৮৭%
হুগলি	৫৮.৮৯	৪০.১৭	৩২.৩৩	-৭.৮৪%	-২৬.৫৬%
বাঁকুড়া	৫৪.৩৪	৪৩.৭৭	৩৮.৯৯	-৪.৭৮%	-১৫.৩৫%
পুরুলিয়া	৫১.২৮	৪১.৫১	৩৬.৬১	-৪.৯০%	-১৪.৬৭%
মোট	৪৯.৪৯	৪২.৪৭	৩৬.০৯	-৬.৩৮	-১৩.৪০

* প্রতি সম্পাদক *

গোর্খাল্যান্ড: বামেরাও তো দায়ী

দার্জিলিং সমস্যা নিয়ে অশোক ভট্টাচার্যের নিবন্ধ (১৯-৮) প্রসঙ্গে এই চিঠি। অশোকবাবুদের সমস্যা হল, তাঁরা মনে করেন, যে কাজ নিজেরা করলে আদর্শ সেটাই অন্যেরা করলে বড়ো খারাপ। তাঁদের ভালো খারাপ বোধের এই নিরন্তর পরিবর্তন, নিজেদের ক্রমাগত কমিউনিস্ট বলে দাবি করা সত্ত্বেও দলটাকে আর সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে বারংবার সমস্তরে এনে ফেলে দিচ্ছে। হঠাৎ এঁরা দার্জিলিং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ওকালতি শুরু করে বর্তমান সরকারের পুলিশ নির্ভরতার নিন্দায় সোচ্চার হয়েছেন। লোককে ভুলে যেতে বলছেন, ঘিসিং আমলের আন্দোলনের মোকাবিলায় তারা কিন্তু একই রাস্তায় হেঁটেছিলেন। নিজেই লিখেছেন 'অনেক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর...'। ১২০০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন সেই টালমাটাল দিনগুলিতে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা লাগু করা কুখ্যাত আইন 'টাডা' ভারতে দার্জিলিংয়ে প্রথম প্রয়োগ করার কৃতিত্বটাও তাঁদের। অশোকবাবু বর্তমান সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন জিটিএ-কে আইন তৈরির অধিকার দিতে। নিজেরা কি দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে সে অধিকার দিয়েছিলেন? অশোকবাবুর বক্তব্য, জিটিএ গড়ার সময় মমতার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদার থাকায় এক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু গুরুংদের আন্দোলন তো শুরু ২০০৭-এ। তখন তাঁরাও তো কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রাণ ভোমরা' ছিলেন। তা হলে? গুরুংদের এতটা বাড়বাড়ন্ত কেন হল, এই জবাব না দিয়ে দলের জন্য নিজেদেরই তৈরি এক অলীক 'বামপন্থী' প্রতিচ্ছবি কী রক্ষা করা সম্ভব? প্রাক্তন মন্ত্রী লিখছেন, জাতি উপজাতিদের জাতি সত্তার দাবিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে কেবলমাত্র, তাঁর মতে, 'দক্ষিণপন্থী' দলগুলি। ভাবখানা এমন, যেন নিজেরা অপাপবিদ্ধ। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সাক্ষী, রক্ত দেব তবু বাংলাকে আর ভাগ হতে দেব না' এই ধরনের আওয়াজ তুলে 'আমরা বাঙালি'র মতো তাঁর দল কি বাঙালি জাতীয়তাবোধে সুড়সুড়ি দেয়নি? বাঙালিকে দার্জিলিং-য়ের জাতি উপজাতিদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেনি? আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে, নানান অছিলায় সেই দাবিটাকে গুলিয়ে দিয়ে অন্য সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলির মতোই সিপিএম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা যা আসলে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতারই প্রতীক তার সপক্ষে দাঁড়িয়ে পড়ে। আলোচ্য লেখাটায়ও সেটা উল্লেখিত হয়েছে। বামপন্থার একেবারে ইন্দমুন্দ।

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা লাগু করা কুখ্যাত আইন 'টাডা' ভারতে দার্জিলিংয়ে প্রথম প্রয়োগ করার কৃতিত্বটাও তাঁদের।

দার্জিলিংয়ের বর্তমান সমস্যার জন্য মমতা যতটা দায়ী, যতটা অযৌক্তিক, যতটা হিংস্র আপনারা তার থেকে একচুলও কম যান না। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, বিশ্বাসে আপনারা আর তৃণমূল একাকার। 'বাংলা ভাগ হতে দেব না', এই বাইবেলীয় নিদানে তৃণমূল আর আপনাদের অগাধ আস্থা। এই সহজ সমীকরণ যত শীঘ্র আপনারা স্বীকার করেন ততই আপনাদের এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গল। আপনাদের মঙ্গল কারণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না গিয়ে সরাসরি মায়াবতী, লালু, জয়ললিতা, অখিলেশ বা সনিয়ার কাছ থেকে দু'চারটে আসন চেয়ে চিনতে নিয়ে বর্তমান খরাটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। আর রাজ্যবাসীর মঙ্গল, নকল প্রগতিশীলতার পাতা ফাঁদটা তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, বেহালা, কলকাতা- ৩৪

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— প্রতি সম্পাদক, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭। ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮। ই-মেল: eisamay@timesgroup.com

নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com